যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ জুলাই ২০১৭

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

যে-কাজটি করতে চাইছেন তার প্রতি বিশ্বাস রাখুন

আপনি জীবনে যে-কাজটি করতে ইচ্ছুক সেই কাজটির সম্পর্কে সমস্ত কিছু বুঝে নিয়ে ভালোবেসে করুন। কে আপনার সম্পর্কে কী বলল সেটি বড় কথা নয়, দেখুন আপনি মন থেকে ওই কাজটির সম্পর্কে কতখানি তৈরি। কারণ একজন মানুষ নিজের সম্পর্কে সবথেকে বেশি জানে। কেরিয়ারের শুরুতে আপনি যে কাজটি করতে চাইছেন তার সম্পর্কে আগে থেকে ভালোভাবে বুঝে নিয়ে অগ্রসর হোন। হতেই পারে আপনি কেরিয়ারের শুরুতে চাকরিকে বেছে নিলেন। পরে কোনও কারণে সেই চাকরি আপনার ভালো না-ও লাগতে পারে। তাই সময় থাকতে সেই দিক থেকে সরে গিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারেন। যদি আপনি সেটি করতে চান, তবেই এই সিদ্ধান্ত নেবেন।

তবে যে-ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন তার সম্পর্কে যেন আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকে। তার কারণ তবেই আপনি সেই কাজে সফলতা লাভ করতে পারবেন।

যে কোনও কাজ শুরু করার আগে দরকার মনের জোর, আর হার না-মানা জেদ, আর নিজের প্রতি বিশ্বাস। কারণ কোনও বড় জায়গায় হয়তো আপনি কাজ করছেন তারপরে কোনও কারণে হয়তো আপনার তাতে মন বসছে না, কিন্তু ভালো বেতনের কাজ ছেড়ে এসে নতুনভাবে কোনও কাজ শুরু করা বর্তমান বাজারে খুব কঠিন। সেইসঙ্গে রয়েছে পারিবারিক সমস্যা। বাড়ির লোকেরা আপনার এই কাজে সম্মত না-ও হতে পারেন। প্রথম প্রথম এই ধরনের কাজ শুরু করতে অসুবিধে হতে পারে। তবে সবই সম্ভব যদি আপনি নিজের মনে জেদ রেখে কাজটা করে যেতে পারেন। শুরুতে নিজের চলার পথে অনেক সমস্যা

আসবে, কিন্তু আপনার পরিশ্রমের কাছে একদিন নিশ্চয়ই ধরা দেবে আপনার স্বীকৃতি।

তবে আপনি যে-কাজ দিয়ে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন, আপনার মনে হতে পারে যে ওই কেরিয়ারটি বেছে নেওয়া আপনার জীবনে ভুল ছিল। কিন্তু সেই রকম কিছু নয়, আপনি আপনার শুরুর কেরিয়ার থেকে এমন কিছু অভিজ্ঞতা রপ্ত করতে পারেন, সেই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পর্যায়ে আপনি অগ্রসর হতে পারেন। সেইসঙ্গে শেখার আগ্রহ যেন মনের মধ্যে থাকে। শেখার কোনও শেষ নেই। কাজ করার খিদেটা আপনাকে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে নিজের পরিচিত লোকজনের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করুন। শুধু পরিবারের লোকেদের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে বাইরের জগতের সঙ্গে মিশুন। আমরা অনেক সময় একটা কথা বলে থাকি যে, 'দেখো ওর কোনও কাজ নেই আড্ডা মারা ছাড়া'। কিন্তু আড্ডা মারাও একটি ভালো কাজের মধ্যে পড়ে। কারণ এর মধ্যে থেকে এমন অনেক আইডিয়া আপনার মাথার মধ্যে চলে আসবে যা কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তিও আপনাকে দিতে পারবেন না। কারণ একটি আড্ডার জায়গায় নানা ধরনের মানুষ আসে। তাই তাদের কথোপকথনে বা তাদের কথা শুনলেও অনেক কিছু জানা যায়, যা আপনি বই পড়ে সঞ্চয় করতে পারবেন না।

জীবন প্রতিটি জিনিস বা মুহূর্ত থেকে আমরা অনেক কিছু শিখি। যা আমরা এমনি শিখতে পারব না। সেই পাঠগুলিকে শিক্ষণীয় করে আমাদের কাজের উপযোগী করে তুলতে হবে। যা আমাদের কেরিয়ারকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।

সাফল্যের হাত ধরেই আসবে স্বীকৃতি

আমরা যখন কেরিয়ার শুরু করি তখন আমাদের জীবনে অনেক লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কেরিয়ার তৈরি করার জন্য এগিয়ে যাই। সঙ্গে থাকে আমাদের পরিশ্রম। সেই সঙ্গে আমরা আশা করি কেরিয়ারের হাত ধরেই আমাদের জীবনে আসবে সাফল্য। তবে এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো— সাফল্য আর কাজের স্বীকৃতি দুটো কিন্তু এক জিনিস নয়। এই দুটোর মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। কেউ কোনও কাজ ভালোবেসে, মন দিয়ে করলে সেই কাজে তিনি সফল হবেনই। কিন্তু সেই কাজে সব সময় তিনি স্বীকৃতি না-ও পেতে পারেন। আবার পেতেও পারেন। স্বীকৃতি পেলে আপনার সফলতা আরও বৃদ্ধি পায়। আপনার পরিচিতির ক্ষেত্রটা বাড়ে। অনেক সময় কেউ কেউ এমন কিছু কাজ করেন, যেটা হয়তো তিনি ভালোবেসে বা ভালো

লাগার জায়গা থেকেই করেন। এবং সেই কাজে হয়তো তিনি যথেষ্ট সফল। তাঁর কাজই তাঁকে সকলের সামনে নিয়ে আসে। অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে এবং ভালোবেসে কাজ করলে আপনি যেমন সফলতাও পাবেন, তেমন স্বীকৃতিও পাবেন। কারণ সাফল্যের হাত ধরেই আসে স্বীকৃতি।

তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও মেনে নেওয়া উচিত জীবনে চূড়ান্ত সফলতা বলে কিছু হয় না, যত আপনি উন্নতির শিখরে পৌঁছবেন তত সাফল্যের নেশা আপনাকে পেয়ে বসবে। জীবনে সেদিকটার দিকে নজর দেওয়া উচিত। তবে কোনও কারণে সাফল্য না জুটলে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়াও একেবারেই যুক্তিযুক্ত কাজ নয়।

তাই বলব, সাফল্য বা স্বীকৃতি এই দুটি প্রাপ্তির জন্য আপনাকে পরিশ্রম করে যেতে হবে। কারণ পরিশ্রম ও আপনার জেদ আর কাজের প্রতি ভালোবাসা থেকে আপনার জীবনে আসবে আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি। তাই যে-কাজটি আপনি করছেন সেই কাজে আত্মবিশ্বাস এবং একাগ্রতার সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। এটিই কাজের মূল সারমর্ম। কাজের প্রতি পরিশ্রম, একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা— এর কোনও বিকল্প হয় না। এগুলি থাকলে আপনাকে সফল হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না।

কাজ ছোট-বড় বিচার না করে শুধু কাজের প্রতি মনোনিবেশ করুন। একসময় সেই একাগ্রতা থেকেই আপনার জীবনে আসবে পরম প্রাপ্তি। যদি লক্ষ্য আপনার সঠিক হয় অর্থাৎ যে-কাজ আপনি করছেন সেটি যদি নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয় তাহলে সেই পথ ধরেই আসবে আপনার সফলতা। আর যদি এই কাজটিই আপনার জীবনের লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে সেই কাজে সফলতা লাভ করলে সেটিই হবে আপনার স্বীকৃতি। অনেক সময় এমন হয় আমরা হয়তো জীবনে একটা লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছি, কিন্তু কোনও কারণে আমাদের সেই লক্ষ্য পূরণ হল না, *এরপর দু'য়ের পাতায়*

চার থেকে সাত পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- আর্মিতে কয়েকশো নিয়োগ
- রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়নে ৫০ অফিসার
- নেভিতে ট্রেনিং দিয়ে অফিসার নিয়োগ
- সেনাবাহিনিতে অন্য পদে ২৬ নিয়োগ
- এইমসে নার্সিং পদে ২৫৭ জন তরুণী নিয়োগ
- ২০ জন ক্লার্ক ও ডেপুটি ম্যানেজার নিয়োগ
- রাজ্য সরকারে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার
- ১২৭ ওয়াচম্যান নিয়োগ করবে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া
- কেন্দ্রীয় সংস্থায় মেয়েদের হাতের কাজের ট্রেনিং
- এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ম্যানেজমেন্ট-এর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা
- এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্মল বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ডিপ্লোমা
- ট্যাক্সেশনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা
- থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোস্ট-ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি
- আয়ুর্বেদিক ফার্মাসির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ জুলাই ২০১৭

ব্যবসায় কেরিয়ার

স্বনির্ভর হতে হোম ডেকর প্ল্যান্টের ব্যবসা করুন

আজকাল যে কোনও শৌখিন বাড়ি বা কোনও বড় অফিসে ঢুকলেই চোখে পড়বে টবে রাখা গাছ। এগুলোকে বলে ইনডোর ট্রি বা ঘর সাজানো গাছ। নার্সারি করে এসব গাছ যেমন বিক্রি করা যায়, তেমনি ভাড়াও দেওয়া যায়। এসব গাছ বিক্রি বা ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করেও জীবিকা নির্বাহ করার কথা ভাবা যেতে পারে।

ঘর সাজানোর জন্য সাড়ে আটশোর মতো প্রজাতির গাছ আছে। এর মধ্যে কিছু গাছ ঝুলিয়ে রাখার আর কিছু মেঝেতে রাখার উপযোগী। ঝুলিয়ে রাখা গাছের মধ্যে আছে— পাইকাস, মনস্টিয়া, ম্যানিপ্লান্ট, ক্যাঙারু পকেট অর্কিড, ভেন্ডা অর্কিড, লিপস্টিক অর্কিড, ক্যাটালিয়া অর্কিড, বেবিরোজ ইত্যাদি। অর্কিডগুলো সাধারণত বিদেশি হয়ে থাকে। ফ্লোরে রাখার উপযোগী গাছের মধ্যে বনসাই, মেরেন্ডা, বিভিন্ন প্রজাতির ফার্ন, অগ্নীশ্বর, পাতাবাহার বেশি বিক্রি হয়। সাইজ ও প্রজাতিভেদে গাছগুলোর দাম ২০ টাকা থেকে শুরু করে ৩৫ হাজার টাকা পর্যন্ত।

ঘর সাজানোর জন্য এসব গাছের নার্সারি করতে খুব বেশি জায়গা লাগে না। ৭০০ থেকে ৮০০ বর্গফুট জায়গা হলেই চলে। শহরে বাড়ির ছাদেই এসব গাছ চাষ করতে পারেন। আর মফসসল বা গ্রামে চাষ করতে পারেন বাড়ির উঠোনে। তবে জয়গারটির একটি কোণে একটা ঘর রাখতে হবে, যেখানে অর্কিড ও ছায়ার গাছগুলো চাষ করতে হবে। লাগবে চাষযোগ্য মাটি, যা ভালো কোনও ফসলি জায়গা থেকে নিয়ে আসতে হবে। অথবা আশপাশে যে মাটি আছে, তার সঙ্গে কম্পোস্ট সার মিশিয়েও চাষযোগ্য করে নেওয়া যায়। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। লাগবে পলিথিন কাগজ, যার মধ্যে গাছের চারা তৈরি করা যায়। আর লাগবে নারকেলের ছোবড়া। যার মধ্যে অর্কিড গাছগুলো থাকবে। অর্কিড গাছে সরাসরি জল দেওয়া যায় না। এর জন্য লাগবে স্প্রে মেশিন। অর্কিডগুলো ছোবড়ার মধ্যে লাগিয়ে পলিথিন দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। এরপর সুতো দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হবে। পরিমাণ মতো জল দু'বেলা দিয়ে ২০-২৫ দিন রেখে দিতে হবে। শিকড় ছোবড়া ধরে ফেললে পলিথিন সরিয়ে ফেলতে হবে আর তখন এটা বিক্রি করার উপযোগীও হয়ে যাবে।

সরকারি হর্টিকালচারগুলোতে চাষের জিনিসপত্র পাওয়া যাবে। এছাড়াও অনেক ব্যক্তিগত নার্সারি আছে, চাইলে সেখান থেকেও গাছসহ অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন। নার্সারির লোকেরাই শিখিয়ে দেবে কীভাবে গাছের যত্ন করবেন বা কোন গাছে কতটা সারমাটি লাগবে। মোটকথা আপনি গাছ সম্পর্কে যাবতীয় গাইডলাইন পাবেন।

ঘরে রাখা গাছের ব্যবসাটা হয় দু'ভাবে। প্রথমত, সরাসরি ক্রেতার কাছে গাছ বিক্রি করা। দ্বিতীয়ত, গাছ ভাড়া দেওয়া। নার্সারি বা বিক্রয়কেন্দ্র করে সেখান থেকে সরাসরি ক্রেতার কাছে গাছ বিক্রি করতে পারেন। আজকাল বড় বড় সুপারমার্কেটগুলোতেও ঘরে রাখার গাছ বিক্রি হচ্ছে। চাইলে সেখানেও সরবরাহ করতে পারেন। আর যদি ভাড়া দিতে চান তাহলে বিভিন্ন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আজকাল প্রায় সব অফিসই ইন্টেরিয়র ডেকরেশনের জন্য গাছ ভাড়া নেয়। তাই এখানেও আয় ভালোই। নার্সারিগুলো দৈনিক নির্দিষ্ট টাকা হিসাবে গাছ ভাড়া দেয়। তবে কোম্পানিকে ন্যূনতম ৩০টি গাছ নিতে হবে। কারণ গাছ পৌঁছে দেওয়া, ফেরত নিয়ে আসা এবং সময়ে সময়ে খোঁজ-খবর নেওয়ার দায়িত্বও নার্সারির। দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভাড়া নেওয়া কোম্পানির। গাছের ক্ষতি হলে, গাছের বিপরীতে চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী জরিমানা গুনতে হবে।

শুধু গাছের ব্যবসা করলে হবে না, জানতে হবে গাছের যত্নও নেওয়ার পদ্ধিতও। অর্কিড বা ঝুলন্ত গাছ সাধারণত সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় এমন জায়গায় রাখতে হয়। সেই অর্থে বারান্দা হচ্ছে অর্কিড বা ঝুলন্ত গাছ রাখার জন্য আদর্শ জায়গা। অর্কিড বা ঝুলন্ত গাছে দৈনিক একবার জল দিতে হয়। এমনভাবে দিতে হয় যেন গাছের গোড়া পুরোপুরি ভেজে, কিন্তু উপচে না পড়ে। ঘরের ফ্লোরে রাখা টবের গাছকে নিয়ম করে সপ্তাহে দু'বার রোদে দিতে হয়। সকাল-সন্ধ্যা জল দিতে হয়। জল এমনভাবে দিতে হবে যেন উপচে না পড়ে এবং গোড়ার মাটি পুরোপুরি ভেজে।

ঘরে রাখা গাছকে দু'ফুটের বেশি বড় হতে দেওয়া ঠিক নয়। গাছ ভাড়ায় গেলে তা নার্সারিতে ফেরত এনে মাসে বা তিন মাসে একবার ড্রেসিং করে নিতে হবে। গোড়া থেকে পুরনো মাটি সরিয়ে নতুন কম্পোস্ট সার মিশ্রিত মাটি প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। একবার ভাড়া দেওয়া গাছ ফেরত এনে ১৫ দিন পরিচর্যার জন্য রেখে দিতে হবে। ঠিকভাবে গাছের রক্ষণাবেক্ষণ শিখে গেলে এবং নিজের দক্ষতায় নেটওয়ার্ক বাড়াতে পারলে এই ব্যবসায় বেশ ভালো লাভ আছে।

কেরিয়ার তৈরির পড়াশোনা

সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে কেরিয়ার

আমরা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই সংখ্যা দ্বারা পরিচিত করি। আর এটা প্রায় অসচেতনতা থেকেই করে থাকি। যেমন— কারওর নাম, স্থানের নাম, বিষয়ের নাম বা দিন, তারিখ, সময় ইত্যাদি যা কিছুই বলি না কেন, সব কিছুর মাঝেই লুকিয়ে থাকে সংখ্যা। সংখ্যার সেই রহস্যময় দিক নিয়েই আলোচনা করে সংখ্যাতত্ত্ববিদ্যা। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষ স্পষ্টত অনুভব করেছে যে, জগতের সকল কর্মকাণ্ডই সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই অনুভব থেকে অনুসন্ধিৎসা, কৌতূহল ও আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন গবেষণা, চর্চা এবং অনুশীলিত হয়ে আধুনিক সংখ্যাতত্ত্ববিদ্যার রূপ নিয়েছে। সংখ্যার যে একটি Mysterious ভূমিকা জীবনে ও জগতে রয়েছে এ সম্পর্কে আজ আর বিতর্কের অবকাশ নেই। তবুও পৃথিবীর দেশে দেশে সংখ্যাতাত্ত্বিকগণ সংখ্যার এই মিসট্রিয়াস প্রভাব সম্পর্কে আরও ব্যাপকতর গবেষণা চালাচ্ছেন। প্রতিটি মানুষই জীবন ও জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যার প্রভাব নিয়ে কৌতূহলী। সংখ্যার এই অতীন্দ্রিয় প্রভাবই আধুনিক সংখ্যাতত্ত্ববিদ্যার (Modern Numerology) আলোচ্য বিষয়।

হিসাব করে যদি আমরা দেখি তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। যেমন সকালে ঘুম থেকে ক'টায় উঠছি, কতটা বাজার আসবে, লন্ড্রিতে ক'টা কাপড় কাচতে যাবে থেকে শুরু করে দেশের মানুষের সুস্থতার বা সাক্ষরতার হার নির্ণয়— সব ক্ষেত্রেই সংখ্যা এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তাই সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা বা সংখ্যাতত্ত্বের চর্চা আধুনিক কর্মজীবনে যে কাউকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে তা অনস্বীকার্য।

অঙ্কের ভাষায় যাকে আমরা প্রোবাবিলিটি বলি সংখ্যাতত্ত্ব হল ঠিক সেটাই। সংখ্যাতত্ত্ব বা স্ট্যাটিস্টিক্স বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের গাণিতিক বিশ্লেষণ এবং পরিবেশনের বিজ্ঞান। গণিতের সেই শাখা যা তথ্যের বিশ্লেষণ দ্বারা কোনও না হওয়া ঘটনারও গতিপ্রকৃতি বলে দিতে পারে।

তাই আমাদের দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রের প্রায় প্রতিটি শাখায়, যেমন— অর্থনীতি, ওষুধশাস্ত্র, বিজ্ঞাপন, মনস্তত্ত্ব, ভূগোল, ডেমোগ্রাফি ইত্যাদি বহুক্ষেত্রেই স্ট্যাটিস্টিক্স-এর ব্যবহার অপরিহার্য বলা যেতে পারে। সরকারি বেসরকারি সমস্ত ক্ষেত্রে আধিকারিক থেকে গবেষক, বড় বড় বহুজাতিক সংস্থা থেকে সমাজবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করা মানুষেরা প্রত্যেকেই স্ট্যাটিস্টিক্স-এর উপর নির্ভরশীল। ব্যাংকার থেকে বিমা কোম্পানি, সমাজসেবা থেকে শ্রমিক সংগঠন, অর্থনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী থেকে রাজনীতিক— সবার কাছেই সংখ্যাতাত্ত্বিক বা স্ট্যাটিস্টিশিয়ান খুবই জরুরি ব্যক্তি।

কাজের সুযোগ: সংখ্যাতাত্ত্বিকদের কাজের পরিসর বিস্তৃত। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, কম্পিউটার সায়েন্স সর্বক্ষেত্রেই সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থায় সংখ্যাতাত্ত্বিকদের কাজের সুযোগ আছে। এছাড়াও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ইন্ডিয়ান ইকোনমিক সার্ভিস ইত্যাদি বিভাগে পরীক্ষা দিয়ে উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ আছে। এক জন সংখ্যাতাত্ত্বিকের স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, লেকচারার, প্রোফেসর, কনটেন্ট অ্যানালিস্ট, স্ট্যাটিস্টিকস ট্রেনার, ডেটা সায়েন্টিস্ট, কনসালট্যান্ট, বায়ো স্ট্যাটিস্টিশিয়ান ইত্যাদি ভূমিকায় কাজ করার সুযোগ আছে।

লজিক-এর ওপর ভিত্তি করে, গাণিতিক, সংখ্যাতাত্ত্বিক রিজনিং, ডেটা বিশ্লেষণ, ইভ্যালুয়েশন এবং গবেষণা পদ্ধতি এগুলোই সংখ্যাতত্ত্বের মূল শিক্ষণীয় বিষয়।

উচ্চমাধ্যমিকে অঙ্ক নিয়ে পাস করা সায়েন্স বা কমার্সের ছাত্র-ছাত্রীরা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করতে পারেন। স্নাতক হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করারও সুযোগ আছে।

কোথায় কোথায় পড়ানো হয়— ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট কলকাতা, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট বেঙ্গালুরু, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট দিল্লি, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ মুম্বই, লয়োলা কলেজ চেন্নাই।

এছাড়াও বিভিন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ আছে। যেমন, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটি, ইউনিভারসিটি অব অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড ইউনিভারসিটি, ইউনিভারসিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে, ইউনিভারসিটি কলেজ লন্ডন।

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

কেরিয়ারের উন্নতির জন্য কয়েকটি কাজ মেনে চলুন

নিজেদের কেরিয়ার আমরা নিজেরাই তৈরি করি। তাই তাকে যত্ন করে ধরে রাখার দায়িত্বও আমাদের। মনে রাখতে হবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা যত না সহজ তার চেয়ে বেশি কঠিন কাজ সেই চাকরিটিকে টিকিয়ে রাখা। তবে সেই কাজ করতে হলে আমাদের কিছু দিক খেয়াল রাখতে হবে। তাহলেই কেরিয়ারে উন্নতি করার জন্য আমরা কাজটিতে সযত্নে রক্ষা করতে পারব।

কাজ জমিয়ে রাখবেন না: কোনও কাজ পরে করব বলে ফেলে রাখবেন না। অফিসে কাজ চলাকালীন অজস্র ফোন নম্বর বা অ্যাপয়েনমেন্ট নোট করতে হতে পারে। হঠাৎ করে নতুন কাজ এসে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে আপনার হাতে যে-কাজ রয়েছে, সেটাকে ফেলে রেখে পরের কাজটি আগে সারতে বসবেন না। আর যদি পরের কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে আগের কাজটির কথা আপনার মোবাইলে রিমাইন্ডার দিয়ে রাখতে পারেন। তা না হলে সেটি ভুলে যাবেন আর পরে সমস্যায় পড়তে পারেন। কারণ আমরা সেই মুহূর্তে বেশিরভাগ সময়ই হাতের কাছে পড়ে থাকা কাগজে কোনওমতে জরুরি মেসেজ লিখে আমরা, পরে ভুলে যাই। এই সমস্যা এড়াতে ফোনে কথা বলার সময় বাজে কাগজে জরুরি তথ্য লিখলেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেয়ার করে লিখে নিন।

ব্যক্তিগত কাজের সময় নির্দিষ্ট রাখুন: অফিস থেকে বাড়িতে নিশ্চয়ই ফোন করবেন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথাও বলবেন। কিন্তু তার জন্য যেন অফিসের কাজের কোনও ক্ষতি না হয়। অফিস থেকে বাড়িতে ফোন করার জন্য বা ব্যক্তিগত ফোনের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় রাখুন। অফিসের মধ্যে বসেও ফোনে ব্যক্তিগত আলাপ সারবেন না, অন্যদের তা বিরক্তির কারণ হতে পারে।

অহেতুক ঝামেলা এড়িয়ে চলুন: অফিসের মধ্যে অহেতুক ঝামেলায় জড়াবেন না। সব মানুষ সমান হন না। মনে রাখবেন অফিস একটি কাজের জায়গা, যেখানে আপনি নিজেকে প্রমাণ করতে এসেছেন। যেখানে মাসের শেষে কাজের জন্য আপনাকে বেতন দেওয়া হয়। কাজেই সেই অফিসের কর্তৃপক্ষের ওপর আপনার কৃতজ্ঞ থেকে নিজের কাজ দায়িত্ব সহকারে পালন করা উচিত। অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক রাখা উচিত। আর যাঁকে আপনি পছন্দ করছেন না, শুধু কাজের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় এড়িয়ে চলুন।

অফিসের টাইম সিডিউল মেনটেন করুন: অফিসে যে নির্দিষ্ট টাইম সিডিউল আছে, তা মেনটেন করুন। নির্দিষ্ট সময় মেনে অফিসে আসুন। তবে কোনও সময় কাজের চাপে অফিস থেকে বের হতে দেরি হতেই পারে, সেই পরিস্থিতিও মানিয়ে নিন।

ড্রেসকোড মেনটেন করুন: অফিসে এমন কোনও জামা বা শার্ট পরে আসবেন না, যা অন্যের চোখে দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়ায়। আর অফিসের যদি নির্দিষ্ট কোনও পোশাকের বিধিনিষেধ থাকে বা কোনও নিয়মাবলী থাকে তাকে মেনে চলার চেষ্টা করুন। আপনার ব্যবহার, আচরণই আপনার গ্রহণযোগ্যতা অনেক বাড়িয়ে তুলবে।

সাফল্যের স্বীকৃতি *(প্রথম পাতার পর)*

বাধ্য হয়ে অন্য পথে কেরিয়ার তৈরি করার পরিকল্পনা করতে হয়। হয়তো আপনি জীবনে যা হতে চেয়েছিলেন হতে পারলেন না। এক্ষেত্রে দেখা যায় সেই ব্যক্তি অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও সেই কাজটি করছেন বলে হয়তো তিনি জীবনে সফল হতে পারছেন না। ব্যর্থ হচ্ছেন। এরকম হলে মনের জোর রেখে, কাজটিকে ভালোবেসে করতে হবে। মনে রাখবেন প্রতিযোগীতার বাজারে কোনও কাজই কিন্তু ছোট নয়। তাই ভালোবেসে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করুন, সফল আপনি হবেন।

আবার অনেক সময় এমনও হয় হয়তো অফিসে কোনও কারণে কেউ উঁচু পদটি পেয়েছেন বলে, তার মানেই তিনি যে চূড়ান্ত সফল এটা মনে করার কোনও মানে নেই। কারণ অনেকেই আছেন যারা হয়তো প্রকৃতই ওই চেয়ারে বসার উপযুক্ত। তাঁরা স্বীকৃতি না পেলেও তাঁরাই কিন্তু আসলে সফল। তাই আপনি কী করলেন, কতটা করতে পারলেন সেটাই আপনার করণীয় কাজের মূল্যায়ন করবে। তাই মন দিয়ে কাজ করে যাওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ সেটাই আপনাকে সাফল্য আর স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করবে।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ জুলাই ২০১৭

কেরিয়ার সিলেকশন

পেশা যখন কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি

সরকারি ও বেসরকারি যে কোনও শিল্প-বাণিজ্য সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টস পেশাদার। এই পেশার মূল দায়িত্ব কোনও শিল্প সংস্থার আনুষঙ্গিক খরচ কমিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে লাভের মুখ দেখানো। এছাড়াও ওই শিল্প সংস্থা আগামীদিনে কীভাবে এগোবে তার পরিকল্পনা ও কৌশল তৈরি করাও এই পেশাদারদের কাজের মধ্যে পড়ে। সাধারণ মানের কমার্স শাখার উচ্চমাধ্যমিক বা ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা খুব কম খরচে কস্ট ও ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্সির পেশাদার কোর্স করে উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়তে পারেন।

এই কোর্সের ৩টি পর্যায়— ফাউন্ডেশন, ইন্টারমিডিয়েট ও ফাইনাল। মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা ফাউন্ডেশন কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। ফাউন্ডেশন কোর্সে পড়ানো হয় এই ৪টি পেপার: ইকনমিক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং, ল', বিজনেস ম্যাথমেটিক্স ও স্ট্যাটিস্টিক্স। প্রতিটি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়। ফাউন্ডেশন কোর্স পাস বা ক্যাট সার্টিফায়েড কোর্স বা কমার্স শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা ইন্টারমিডিয়েট কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। এখানে ২টি গ্রুপে মোট ৮টি পেপার পড়ানো হয়। গ্রুপ ওয়ান-এর অন্তর্ভুক্ত পেপার আছে এই ৪টি: ১) ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং , ২) ল' অ্যান্ড এথিক্স, ৩) প্রত্যক্ষ কর, ৪) কস্ট অ্যাকাউন্টিং। গ্রুপ টু-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হল: ১) অপারেশন ম্যানেজমেন্ট ও স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট, ২) কস্ট ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং ও ফিনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ৩) পরোক্ষ কর, ৪) কোম্পানি অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট।

ইন্টারমিডিয়েট কোর্স পাস করার পর ফাইনাল কোর্স। ফাইনাল কোর্সেও ২টি গ্রুপে মোট ৮টি পেপার পড়ানো হয়। গ্রুপ থ্রি-র বিষয়: ১) কর্পোরেট ল' অ্যান্ড কম্প্রিহেন্স, ২) স্ট্র্যাটেজিক ফিনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ৪) স্ট্র্যাটেজিক কস্ট ম্যানেজমেন্ট— ডিসিশন মেকিং, ৪) ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন ও ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্সেশন। গ্রুপ ফোর-এর বিষয় হল: ১) কর্পোরেট ফিনানসিয়াল রিপোর্টিং, ২) ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ল' অ্যান্ড প্র্যাকটিস, ৩) কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অডিট, স্ট্র্যাটেজিক পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস ভ্যালুয়েশন। ফাইনাল কোর্স পাসের পর চূড়ান্ত সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এছাড়াও মেম্বারশিপের জন্য আবেদন করা যায়। প্র্যাকটিক্যাল কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে 'এসিএমএ'-এর সদস্যপদ আর ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে 'এফসিএমএ' এর সদস্যপদ পেতে পারেন। ভর্তির জন্য বছরের যে কোনও সময় নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। পরীক্ষা হয় বছরে দু'বার, জুন ও ডিসেম্বরে। জুন মাসে পরীক্ষার জন্য সেই বছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে আর ডিসেম্বরে পরীক্ষার জন্য সেই বছরের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হয়। নাম নথিভুক্ত করতে পারেন অফলাইনে বা অনলাইনে। কস্ট ম্যানেজমেন্টের সদর, আঞ্চলিক কার্যালয় ও বিভিন্ন রিজিওনাল কাউন্সিল অফিসে পড়াশোনার জন্য ওরাল ও পোস্টাল কোচিংয়ের ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও সুযোগ আছে ই-লার্নিং ট্রেনিং, কম্পিউটার ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ও প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের। কোচিংয়ের জন্য ফাউন্ডেশন কোর্সের ক্ষেত্রে ফি ৪,০০০ টাকা। ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের ক্ষেত্রে ২০,০০০ টাকা আর ফাইনাল কোর্সের জন্য ১৭,০০০ টাকা।

নাম নথিভুক্তের জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: দ্য ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যাকাউন্টস অব ইন্ডিয়া, সিএমএ ভবন, ১২ সদর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। ওয়েবসাইট: www.icmai.in কোর্স শেষ করার পর চাকরি বা স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস— দুটি ক্ষেত্রেই সমান সুযোগ আছে শিল্প সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। চাকরি হয় এইসব শিল্পসংস্থায়: সরকার অধিগৃহীত সংস্থা, পরিকাঠামো সংস্থা, পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, বিমা, বেসরকারি ব্যাংক, বিদ্যুৎ সংস্থা, তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থা, নবরত্ন সংস্থায়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অ্যাকাউন্টিং ও ফিনান্স বিভাগে লেকচারার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর হিসাবেও কাজের সুযোগ আছে। পিএইচডি করার পর আরও উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ আছে।

বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় লোক নেওয়া হয় এইসব পদে: কস্ট অ্যাকাউন্টিং, ফিনানসিয়াল ম্যানেজার, ফিনানসিয়াল বিজনেস অ্যানালিস্ট, সিস্টেম অ্যানালিস্ট, ট্যাক্স ম্যানেজার, বিপিও হাউসে প্রোসেস অ্যানালিস্ট, ইক্যুইটি অ্যানালিস্ট, কস্ট ও বাজেট এগজিকিউটিভ,ফান্ড ম্যানেজার ইত্যাদি। আর ধরাবাঁধা চাকরি না করতে চাইলে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস করার সুযোগ আছে এইসব ক্ষেত্রে: ১) কস্ট রেকর্ড নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কস্ট অডিটর ও অ্যাডভাইসার হিসাবে, ২) প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হিসাবে, ৩) সার্ভেয়র ও লস অ্যাসেসার হিসাবে, ৪) আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রে, ৫) ট্রাস্টি এগজিকিউটর, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও অরবিটেটর হিসাবে, ৬) ব্যাংকিং ক্ষেত্রে রিকভারি অ্যাডভাইসার হিসাবে, ৭) রসিভার, অ্যাপ্রাইজার, ভ্যালুয়ার হিসাবে, ৮) সেন্ট্রাল এক্সাইজ, কাস্টমস, সার্ভিস ট্যাক্স, ভ্যাট, জিটিএস-এর ক্ষেত্রে কর পরামর্শদাতা হিসাবে, ৯) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আর্থিক প্রকল্পে পরামর্শদাতা হিসাবে, ১০) আদালতের ও ট্রাইবুনালের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হিসাবে, ১১) ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশন।

এই সময় ও আগামীদিনের কাজের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি হল: ১) টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, ২) কোয়ালিটি কন্ট্রোল, ৩) এন্টারপ্রাইজ পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট, ৪) রিস্ক ম্যানেজমেন্ট— প্রোজেক্ট, এন্টারপ্রাইজ, অফ ব্যালান্স শিট ফাইনান্সিং, ৫) এন্টারপ্রাইজ গভর্ন্যান্স, ৬) ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং।

ব্যবসায় কেরিয়ার

সফটির ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হোন

ছোট থেকে বড় সকলের পছন্দের তালিকায় রয়েছে আইসক্রিম। আমরা যখনই যেখানে বেড়াতে যাই না কেন, চটজলদি মনে পড়ে আইসক্রিমের কথা। আইসক্রিমের ক্ষেত্রে শিশুদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে সফটি। বর্তমানে সফটির ভালোরকম চাহিদাই রয়েছে। শপিং মল থেকে রাস্তার ধারের কোনও দোকানে, মেলা প্রভৃতি জায়গায় মেশিনে তৈরির সফটি আইসক্রিমের যথেষ্ট চাহিদা। এছাড়াও অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে যে কোনও ছোট পার্টিতে সর্বত্রই সফটির রমরমা।

যে পদ্ধতি মেশিনের কাজ হয়: এই মেশিনে রয়েছে আইসক্রিম রাখার প্রকোষ্ঠ। পাইকারি বাজার থেকে নরম আইসক্রিম কিনে মেশিনের প্রকোষ্ঠে ভরে রাখতে হবে। মেশিনটি আসলে একটি ফ্রিজ, যাতে আইসক্রিম ঠান্ডা থাকবে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে আলাদা আলাদা ফ্লেভারে সফটি আইসক্রিম রাখতে হবে। মেশিনটিতে মোট ৪০০ থেকে ৫০০ কাপ আইসক্রিম ধরানো যাবে। মেশিনের বাইরে থাকে কলের মতো অংশ। এগুলি আইসক্রিম রাখার প্রকোষ্ঠের সঙ্গে যুক্ত। প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট কলের হাতলে চাপ দিলেই সেখান থেকে সফটি আইসক্রিম পড়তে থাকবে, যা কোনের মধ্যে ভরে বিক্রি করা যাবে। একরঙের আইসক্রিম বা দু-তিন রঙের আইসক্রিম বের করার আলাদা আলাদা মেশিন পাওয়া যায়। দু-তিন রঙের

মেশিনের প্রকোষ্ঠে রাখা দুই বা তিন রঙের আইসক্রিম কল দিয়ে একইসঙ্গে বেরিয়ে বেরিয়ে কোনে পড়বে। ১/২ হর্সপাওয়ারের মোটর চালানোর জন্য ২২০ ভোল্ট বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়।

মেশিনের দাম: ফ্রিজ, কম্প্রেসার, ট্রলিসহ স্টিলের বডির ওয়ান কালার সফটি তৈরির মেশিনের দাম ১ লক্ষ টাকা। টু-কালার মেশিনের দাম ২ লক্ষ টাকা। থ্রি-কালার মেশিনের দাম ৩ লক্ষ টাকা।

মেশিন পাওয়া যাবে: Bharat Machine Tools Industries, 61, Ganesh Chandra Avunue, Kolkata-700013. Ph: 2236-8015, 94324-22086. Email: bharat-machinetools1@rediffmail.com

যুগশঙ্খ
SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ জুলাই ২০১৭

আর্মিতে কয়েকশো নিয়োগ

ভারতীয় স্থলবাহিনীর শিলিগুড়ি আর্মি রিক্রুটিং অফিসের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং জেলার স্থায়ী বাসিন্দা ছেলেদের মধ্যে থেকে সোলজার জেনারেল ডিউটি, সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার টেকনিক্যাল, সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার টেকনিকাল এভিয়েশন/অ্যামিউনিশন, সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সোলজার ট্রেডসম্যান পদে সরাসরি প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার মাধ্যমে কয়েকশো অবিবাহিত ছেলে নিয়োগ করা হবে। র‌্যালি হবে ১৮ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্ট। এই ঠিকানায়: বৈকুন্ঠপুর আর্মি গ্রাউন্ড (সেবক মিলিটারি স্টেশন), বিএসএফ এসটিসি ক্যাম্পের বিপরীতে, সালুগাড়া, শিলিগুড়ি। এজন্য প্রথমে অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: www.joinindianarmy.nic.in নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে হবে ওপরের ওয়েবসাইট থেকে। র‌্যালি শুরু হওয়ার ১৫ দিন আগে থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে। এই অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে র‌্যালির তারিখ অনুযায়ী সরাসরি যাওয়া যাবে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য

সোলজার জেনারেল ডিউটি: মোট ৪৫% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস ছেলেরা মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৩৩% নম্বর পেয়ে থাকলে এই পদের জন্য যোগ্য। উচ্চমাধ্যমিক পাস বা উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে মাধ্যমিকের কোনও ক্ষেত্রেই নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৯ সেমি। বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮২ সেমি ও না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি আর ওজন হতে হবে অন্তত ৫০ কেজি।

সোলজার জেনারেল ডিউটি (এস টি): ক্লাস এইট পাশ ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬২ সেমি, বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮২ সেমি ও না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি আর ওজন হতে হবে অন্তত ৪৮ কেজি।

সোলজার টেকনিক্যাল: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক ও ইংরেজি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেরা মোট ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আর প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকলে এই পদের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৯ সেমি, তফসিলি উপজাতিদের বেলায় ১৬২ সেমি। বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮২ সেমি ও না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি আর ওজন হতে হবে অন্তত ৫০ কেজি।

সোলজার টেকনিক্যাল (এভিয়েশন/অ্যামিউনিশন): ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক ও ইংরেজি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেরা মোট ৫০% নম্বর আর প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৪০% নম্বর পেয়ে থাকলে এই পদের জন্য যোগ্য। মোট ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশরা মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা/ আইটিআই কোর্স পাস হলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৯ সেমি, তফসিলি উপজাতিদের বেলায় ১৬২ সেমি। বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮২ সেমি ও না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি আর ওজন হতে হবে অন্তত ৫০ কেজি।

সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার: আর্টস, সায়েন্স ও কমার্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেরা মোট ৬০% নম্বর ও উচ্চমাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে এই পদের জন্য যোগ্য। তবে তাদের বেলায় কোনও নম্বরের কড়াকড়ি নেই। তবে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি ও অঙ্ক/ একাউন্টেন্সি/ বুক কিপিং বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬২ সেমি, বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮২ সেমি ও না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি আর ওজন অন্তত ৫০ কেজি।

সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (ভেটেরিনারি): ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেরা মোট ৫০% নম্বর আর প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৪০% নম্বর থাকলে এই পদের জন্য যোগ্য। বটানি/ জুলজি/ বায়োসায়েন্সের বিএসসি কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন। তবে তাদের বেলায় উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি বিষয় নিয়ে পাস হতে হবে। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৯ সেমি, তফসিলি উপজাতি হলে ১৬২ সেমি। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি ও ফুলিয়ে ৮২ সেমি আর ওজন অন্তত ৫০ কেজি হতে হবে।

সোলজার ট্রেডসম্যান (মেসকিপার ও হাউসকিপার): ক্লাস এইট পাসরা আবেদন করতে পারেন। বয়স, শরীরের মাপজোখ, ওজন, বুকের ছাতি ইত্যাদি ওপরের পদগুলির মতোই।

সবক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে কর্মরত সৈনিক বা প্রাক্তন সমরকর্মীর ছেলেরা উচ্চতায় ২ সেমি, ওজনে ২ কেজি ও বুকের ছাতিতে ১ সেমি ছাড় পাবেন। রাজ্য, জাতীয় বা জেলাস্তরের খেলোয়াড়রা উচ্চতায় ২ সেমি, ওজনে ৫ কেজি ও বুকের ছাতিতে ৩ সেমি ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীর ছেলে ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা আর খেলোয়াড়রা ২০, এন সি সি এর 'বি' সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে ১০, 'এ' সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে ৫ নম্বর বোনাস হিসাবে পাবেন। এনসিসি-র 'সি' সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে 'সোলজার জেনারেল ডিউটি' ও সোলজার ট্রেডসম্যান পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে না। তবে অন্যান্য সব পদের বেলায় ১৫ নম্বর বোনাস হিসাবে পাবেন।

ডোয়েক থেকে 'ও' লেভেল কম্পিউটার কোর্স পাস সার্টিফিকেট থাকলে সোলজার ক্লার্ক/ স্টোরকিপার টেকনিক্যাল পদের বেলায় ১৫ নম্বর বোনাস হিসাবে পাবেন। আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড়রা ২০ নম্বর, রাজ্যস্তরের খেলোয়াড়রা ১৫ নম্বর, জেলাস্তরের খেলোয়াড়রা প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলাধুলো করে থাকলে সরাসরি ১০ নম্বর, বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়রা ৫ নম্বর পাবেন।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য নাম নথিভুক্ত করা হবে ভোর ৫ টা থেকে ৭ টার মধ্যে। নাম নথিভুক্তি করার দিনই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, শরীরের মাপজোক ও যাবতীয় প্রমাণপত্র পরীক্ষা করা হবে।

১০০ নম্বরের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে— সোলজার জেনারেল ডিউটি পদের বেলায়: ১.৬ কিমি দৌড়। ৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে সম্পূর্ণ করলে ৬০ নম্বর, ৫.৪১ মিনিট থেকে ৬ মিনিটে সম্পূর্ণ করলে ৪৮ নম্বর, ৬ মিনিটের নীচে হলে ফেল। সোলজার জেনারেল ডিউটি ছাড়া অন্যান্য সব পদের বেলায়: ১.৬ কিমি দৌড়। ৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে সম্পূর্ণ করলে ৬০ নম্বর, ৫.৪১ মিনিট থেকে ৫.৫০ মিনিটে সম্পূর্ণ করলে ৪৮ নম্বর। এর নীচে করলে ফেল।

২) বিম টেস্ট (পুল আপ)। ১০ বার বা তার বেশি হলে ৪০ নম্বর, ৯ বার করলে ৩৩ নম্বর, ৮ বার করলে ২৭ নম্বর, ৭ বার করলে ২১ নম্বর, ৬ বার করলে ১৬ নম্বর। ৩) ৯ ফুট গর্ত পেরোনো। ৪) জিগ-জাগ ব্যালান্স (ভারসাম্য) টেস্ট।

প্রার্থী বাছাইয়ের দিন গেজেটেড অফিসার দ্বারা প্রত্যয়িত করা এইসব প্রমাণপত্রের মূল ও ৩ কপি জেরক্স নিয়ে যেতে হবে:

১) মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট ও অন্যান্য কোনও যোগ্যতা থাকলে তার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট ও বোর্ড সার্টিফিকেট।

২) ক্লাস এইট পাস কিংবা মাধ্যমিকে অকৃতকার্য হলে বা মাধ্যমিক পাশ হলে ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুল ও ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসারের কাউন্টার সাইন করা স্কুল লিভিং বা স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট।

৩) গ্রাম প্রধান বা চেয়ারম্যানের দেওয়া গোল স্ট্যাম্প (ডেজিগনেশন) মারা লেটার হেডে ৬ মাসের পুরনো ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট (ফোটো সহ)।

৪) অবাঙালি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক বা এসডিও-এর দেওয়া বাসিন্দা/ নেটিভেটি সার্টিফিকেট।

৫) জেলা শাসক/অতিরিক্ত জেলা শাসক, এসডিএম, এসডিও-এর দেওয়া ১ বছরের পুরনো স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট।

৬) তফসিলি উপজাতিরা জেলাশাসক/ অতিরিক্ত জেলা শাসক, এসডিএম, এসডিও-এর দেওয়া কাস্ট সার্টিফিকেট দেবেন।

৭) তিন মাসের মধ্যে তোলা ও প্রত্যয়িত ছাড়া ২০ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো ও তার নেগেটিভ (ফোটোর ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে)। কম্পিউটার ফোটো বা ডিজিটাল ফোটো হলে বাতিল হবে।

৮) এনসিসি-র 'এ', 'বি' বা 'সি' সার্টিফিকেট।

৯) রাজ্য বা জাতীয় পর্যায়ে খেলাধূলায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর সার্টিফিকেট,

১০) সেনাবাহিনীতে কর্মরত বা প্রাক্তন সমরকর্মীদের আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির দেওয়া রিলেশন্স সার্টিফিকেট ও ডিসচার্জ সার্টিফিকেট।

ওপরের যাবতীয় প্রমাণপত্র কোনও গেজেটেড অফিসার বা সমতুল কর্তৃপক্ষকে দিয়ে প্রত্যয়িত করাবেন।

'সোলজার জেনারেল ডিউটি' পদের বেলায় ১০০ নম্বরের ১ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: ১) জেনারেল নলেজ-৩০ নম্বর, ২) জেনারেল সায়েন্স-৪০ নম্বর, ৩) অঙ্ক-৩০ নম্বর।

সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ১ ঘণ্টার অবজেকটিভ টাইপের পার্টে থাকবে দুটি পার্ট। প্রথম পার্টে ১০০ নম্বর থাকবে এইসব বিষয়ে: ১) জেনারেল নলেজ ও জেনারেল সায়েন্স, ২) অঙ্ক, ৩) কম্পিউটার সায়েন্স। দ্বিতীয় পার্টে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে ১০০ নম্বর থাকবে। সোলজার টেকনিক্যাল পদের বেলায় ১০০ নম্বরের ১ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: ১) জেনারেল নলেজ-২০ নম্বর, ২) ফিজিক্স-৩০ নম্বর, ৩) অংক-৩০ নম্বর, ৪) কেমিস্ট্রি-২০ নম্বর। সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের বেলায় ১০০ নম্বরের ১ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: ১) জেনারেল নলেজ-২০ নম্বর, ২) অঙ্ক-২০ নম্বর, ৩) বায়োলজি-৩০ নম্বর, ৪) কেমিস্ট্রি-৩০ নম্বর। সোলজার ক্লার্ক, সোলজার টেকনিক্যাল পদের বেলায় ৪০%, সোলজার জেনারেল ডিউটি পদের বেলায় ৩২% আর সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের বেলায় ৪০% নম্বর পেলে সফল হবেন। সবশেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। প্রার্থীদের প্রথমে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে www.joinindianarmy.nic.in ওয়েবসাইটে নাম রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ২ আগস্ট পর্যন্ত। নাম রেজিস্ট্রেশন করার সময় সঙ্গে রাখতে হবে এইসব প্রমাণপত্র: ১) নাম নথিভুক্ত করার জন্য প্রত্যেক প্রার্থীর বৈধ ই-মেল আইডি ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। যাদের ই-মেল আইডি নেই তাদের নতুন করে ই-মেল আইডি তৈরি করতে হবে। ২) ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে, ৩) যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল, পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো।

আবেদন করার জন্য প্রথমে www.joinindianarmy.nic.in-এ গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইট খুলতে হবে। তাতে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন বাটন পাওয়া যাবে। এরপর Click on Registration Button-এ গিয়ে ক্লিক করতে হবে। এরপর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, পার্সোনাল ডাটা, বৈধ ই-মেল আইডি ও মোবাইল নম্বর দিতে হবে। তারপর ইউজার আইডি ও ৮-১০ সংখ্যার পাসওয়ার্ড দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড লিখে রাখবেন।

নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিতে হবে। র‌্যালি হওয়ার আগে ও পরের এক সপ্তাহ ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজখবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজখবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল:

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

প্রতি সপ্তাহে অসংখ্য চাকরির খোঁজখবর 'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এর পাতায়

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ জুলাই ২০১৭

রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়নে ৫০ অফিসার

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগে কাজের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার পদে ৫০ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২১ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। মূল বেতন: ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা ও গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ৫০টি। সাধারণ ২৩, ওবিসি এ ক্যাটেগরি ৬, ওবিসি বি ক্যাটেগরি ৪, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৩, প্রতিবন্ধী ২, মেধাবি খেলোয়াড় ১।

প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ২০১৭ সালের স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট এগজামিনেশন ফর দ্য পোস্ট অব অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার-এর মাধ্যমে। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা তারপর ফাইনাল পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্ট হবে। ২০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল স্টাডিজ-১৫০ নম্বর, এরিথমেটিক-৫০ নম্বর। সময় থাকবে দেড় ঘন্টা। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ১৬ সেপ্টেম্বর।

সফল হলে ৪৫০ নম্বরের মেন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে কনভেনশনাল টাইপের। প্রথম পত্রে থাকবে ইংরেজি। ১৫০ নম্বরের দেড় ঘণ্টার পরীক্ষা। দ্বিতীয় পত্রে থাকবে বাংলা। ১৫০ নম্বরের দেড় ঘণ্টার পরীক্ষা। তৃতীয় পত্রে থাকবে জেনারেল স্টাডিজ ও এরিথমেটিক। ১৫০ নম্বরের আড়াই ঘণ্টার পরীক্ষা। পরীক্ষা হবে একই দিনে। সফল হলে ১০০ নম্বরের পার্সোনালিটি টেস্ট। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নম্বর:১৭/২০১৭। অনলাইনে দরখাস্ত করা যাবে ১৮ জুলাই পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.pscwbonline.gov.in এজন্য একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার জেপিইজি ফর্মাটে ২০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করবেন ২০০ ডিপিআইতে।

প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে 'One time Registration'-এ ক্লিক করতে হবে। তখন একটি ফর্ম পাবেন। ওই ফর্মের সব কলাম ঠিকভাবে পূরণ করতে হবে। এবার Registration Button-এ ক্লিক করলে পরের পেজে যেতে পারবেন। তখন যে-তথ্য দিয়ে ফর্ম পূরণ করেছেন সেগুলি পাবেন। তারপর সেটি ডাউনলোড করে নেবেন। সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন ফর্ম একবারই ডাউনলোড করতে পারবেন। ফর্ম ডাউনলোড করার সময় Back Button-এ ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এই আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রার্থীর নিজস্ব ই-মেল আইডিতেও পাবেন। এবার স্ক্যান করা ফোটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফি-বাবদ ১৬০ টাকা দিতে হবে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। তফসিলি ও প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। এছাড়া টাকা অফলাইনেও দিতে পারবেন ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমে। টাকা জমা দেওয়া যাবে ১৯ জুলাই পর্যন্ত। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দিতে হবে। বিস্তারিত আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় মেয়েদের হাতের কাজের ট্রেনিং

কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও অঁত্রেপ্রেনিওরশিপ মন্ত্রকের অধীন রিজিওনাল ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অব উইমেন ২০১৭-'১৮ সেশনে স্বীকৃত ৮টি ট্রেডে শুধুমাত্র মেয়েদের ভর্তি নিচ্ছে। বয়সের কোনও কড়াকড়ি নেই। ক্লাস টেন বা মাধ্যমিক বা সমতুল পাশ মেয়েরা ভর্তি হতে পারেন। ৮টি ট্রেডের নাম, মেয়াদ ও সিট:

১) কম্পিউটার অপারেটর ও প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট। যোগ্যতা: ক্লাস টেনের পর ৩ বছর মেয়াদের কোনও পলিটেকনিক থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স বা ক্লাস টেন বা মাধ্যমিক পাস। মেয়াদ:১ বছর। সিট ৪০টি।

২) সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিস। যোগ্যতা: ক্লাস টেন বা সমতুল পাস। ইংরেজিতে দক্ষতা থাকতে হবে। মেয়াদ ১ বছর। সিট ২০টি। ৩) বেসিক কসমেটোলজি। যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল পাস। মেয়াদ ১ বছর। সিট ৪০টি।

৪) ডেস্কটপ পাবলিশিং। যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল পাস। ইংরেজি টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। মেয়াদ ১ বছর। সিট ২০টি। ৫) আর্কিটেকচারাল ড্রাফটসম্যান। যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল পাস। মেয়াদ ১ বছর। সিট ৪০টি। ৬) ড্রেস মেকিং। যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল পাস। মেয়াদ ১ বছর।

৭) ফ্যাশন ডিজাইনিং অ্যান্ড টেকনোলজি। সিট ১৬টি। যোগ্যতা: ক্লাস টেন বা সমতুল পাস। মেয়াদ ১ বছর। সিট ১৬টি।

৮) ইন্টেরিয়র অ্যান্ড ডিজাইনিং। যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল পাস। মেয়াদ ১ বছর। সিট ২০টি।

দূরের প্রার্থীদের থাকার জন্য হস্টেলের ব্যবস্থা আছে। আবেদন করতে হবে নির্ধারিত বয়ানে। একাধিক ট্রেডে ভর্তি হতে চাইলে আলাদা আলাদা দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.rvtikolkatagov.co.in মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করা হবে। মেধা তালিকা বেরোবে ইনস্টিটিউটের নোটিস বোর্ড ও ওয়েবসাইটে ৩১ জুলাই। আরও বাছাই প্রার্থীর তালিকা বেরোবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে অ্যাটেন্ড্যান্স শিট স্বাক্ষর ও হাজির প্রার্থীদের ভিত্তিতে ১ দিনের কাউন্সেলিং ও ভর্তি করা হবে। ভর্তির সময় বাছাই প্রার্থীদের ৬ মাসের ফি চার্জ ও সার্টিফিকেটের মূল কপি নিয়ে আসতে হবে। ভর্তি নেওয়া হবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। ভর্তির জন্য পূরণ করা দরখাস্ত অনলাইনে পাঠাতে পারেন ওপরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বা সরাসরি হাতে হাতেও জমা দিতে পারেন। দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ঠিকানায়: প্রিন্সিপাল, রিজিওনাল ভোকেশনাল ট্রেনিং ফর উইমেন, সিপি-১৬, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯২।

এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ম্যানেজমেন্ট-এর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা

চাকরির বাজারে বর্তমানে এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট ম্যানেজমেন্টের খুব চাহিদা। নানা ধরনের চর্মজাত দ্রব্য থেকে সবজি, ফল, মাছ সবই এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। তবে সব ব্যবসার মতো এই ব্যবসাতেও ঝুঁকি আছে। তবে প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনি এই ব্যবসা শুরু করতে পারেন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় আগ্রহীদের প্রশিক্ষণ দিতে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট। এখানে পড়ানো হয় এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ম্যানেজমেন্টের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা।

এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে— ফরেন ট্রেড পলিসি, ফরেন ট্রেড এনভায়রনমেন্ট, প্রোডাক্ট আইডেন্টিফিকেশন, এক্সপোর্ট মার্কেটিং, এক্সপোর্ট প্রাইসিং, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট প্রোসিডিওর অ্যান্ড ডকুমেন্টশন, এক্সপোর্ট ফিনান্স। সঙ্গে থাকে প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি। কোর্স ফি-১২,০০০ টাকা।

নেভিতে ট্রেনিং দিয়ে অফিসার নিয়োগ

ইউনিভার্সিটি এন্ট্রি স্কিমে প্রশিক্ষণ দিয়ে এগজিকিউটিভ ব্রাঞ্চ ও টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চে অফিসার পদে অবিবাহিত তরুণ-তরুণী নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী। নিয়োগ হবে পার্মানেন্ট কমিশন (এগজিকিউটিভ ব্রাঞ্চে-জিএস) এবং শর্ট সার্ভিস কমিশনে (এগজিকিউটিভ ও টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চ)। নিয়োগ হবে ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমি, এঝিমালা, কেরালায়। জুন ২০১৮-তে কোর্স করিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে। শুধুমাত্র এগজিকিউটিভ ব্রাঞ্চের এয়ার ট্রাফিক, কন্ট্রোলার পদের জন্য এবং টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চের ন্যাভাল আর্কিটেকচার পদের জন্য মহিলা ও পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন। বাকি সব পদ পুরুষদের জন্য।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিম্নলিখিত শাখায় বিই/ বিটেক ডিগ্রি কোর্সের চূড়ান্ত বর্ষে পাঠরত হতে হবে। চূড়ান্ত বর্ষ পর্যন্ত অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

১) এগজিকিউটিভ (জিএস-এক্স) পদের জন্য: যে কোনও শাখায় বিই/বিটেক।

২) এগজিকিউটিভ (এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার) পদের জন্য: যে কোনও শাখায় বিই/বিটেক। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মোট ও ইংরেজি বিষয়ে অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

৩) এগজিকিউটিভ (আইটি) পদের জন্য: ক) ইনফরমেশন টেকনোলজি, খ) কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, গ) কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং।

৪) টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চের জন্য: ক) মেকানিকাল, খ) মেরিন, গ) অটোমোবাইল, ঘ) মেকাট্রনিক্স, ঙ) ইনস্ট্রুমেন্টেশন, চ) প্রোডাকশন, ছ) মেটালার্জি, জ) এরোনটিক্যাল, ঝ) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট, ঞ) কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং, ট) ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল।

৫) টেকনিক্যাল ইলেকট্রিকাল ব্রাঞ্চের জন্য: ক) ইলেকট্রিক্যাল, খ) ইলেকট্রনিক্স, গ) টেলিকমিউনিকেশন, ঘ) ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ঙ) ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, চ) পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, ছ) কন্ট্রোল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, জ) পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, ঝ) ইনস্ট্রুমেন্টেশন এন্ড কন্ট্রোল, ঞ) এভিওনিক্স।

৬) টেকনিক্যাল ন্যাভাল আর্কিটেকচার ব্রাঞ্চের জন্য: ক) মেকানিক্যাল, খ) সিভিল, গ) এরোনটিক্যাল, ঘ) এরোস্পেস, ঙ) মেটালার্জি, চ) ন্যাভাল আর্কিটেকচার, ছ) ওশেন ইঞ্জিনিয়ারিং, জ) মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ঝ) শিপ টেকনোলজি, ঞ) শিপ বিল্ডিং, ট) শিপ ডিজাইন।

বেতন: র‍্যাংক অনুযায়ী বেতন দেওয়া হবে। শুরুতে সাব লেফটেন্যান্ট র‍্যাংকে লেভেল ১০ অনুযায়ী মূল বেতনক্রম ৫৬,১০০-১,১০,৭০০ টাকা। সঙ্গে ১৫,৫০০ টাকার মিলিটারি সার্ভিস পে। লেফটেন্যান্ট র‍্যাংকে লেভেল ১০বি অনুযায়ী মূল বেতনক্রম ৬১,৩০০-১,২০,৯০০ টাকা। সঙ্গে ১৫,৫০০ টাকার মিলিটারি সার্ভিস পে। লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার র‍্যাংকে উন্নতি হলে লেভেল ১১ অনুযায়ী মূল বেতনক্রম ৬৯,৪০০-১,৩৬,৯০০ টাকা। সঙ্গে ১৫,৫০০ টাকার মিলিটারি সার্ভিস পে। কম্যান্ডার র‍্যাংকে লেভেল ১২এ অনুযায়ী মূল বেতনক্রম ১,২১,২০০-২,১২,৪০০ টাকা। সঙ্গে ১৫,৫০০ টাকার মিলিটারি সার্ভিস পে।

বয়স: সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্মতারিখ ২ জুলাই, ১৯৯৪ থেকে ১ জুলাই ১৯৯৯ তারিখের মধ্যে হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক: সব পদের জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম উচ্চতা দরকার ১৫৭ সেন্টিমিটার, মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেন্টিমিটার। উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন থাকতে হবে। এগজিকিউটিভ (জিএস) পদের জন্য দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ৬/১২ ও ৬/১২, চশমা পরে ৬/৬ ও ৬/৬। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার পদের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে ৬/৬ ও ৬/৯। ইলেকট্রিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চের জন্য দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ৬/২৪ ও ৬/২৪, চশমা সহ ৬/৬ ও ৬/৬। প্রার্থীদের অবিবাহিত হতে হবে। সব প্রার্থীদের ডাক্তারি পরীক্ষা হবে নেভির মেডিক্যাল বিভাগের নিয়মানুযায়ী। ট্রেনিং চলাকালীনও বিয়ে করা চলবে না।

যোগ্য প্রার্থীদের প্রথমে ন্যাভাল ক্যাম্পাস সিলেকশন ইন্টারভিউয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ে বাছাই প্রার্থীদের এসএসবি ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। এসএসবি ইন্টারভিউ হবে বেঙ্গালুরু, ভোপাল, কোয়েম্বাটুর ও বিশাখাপত্তনমে ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে এপ্রিল ২০১৮ এর মধ্যে। পাঁচদিন ধরে ন্যাভাল ক্যাম্পাস সিলেকশন ইন্টারভিউ চলবে, সেইমতো প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে। প্রথমে স্টেজ-১ একদিন ও তাতে সফল হলে স্টেজ-২ চারদিন। ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পারসেপশন ও ডিসকাশনের মাধ্যমে স্টেজ-১-এর প্রার্থী বাছাই হবে। এই পর্বে উত্তীর্ণ না হলে প্রার্থীকে সেই দিনই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্টিং ও গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে স্টেজ-২-এর প্রার্থী বাছাই হবে। পাইলট পদের ক্ষেত্রে পাইলট অ্যাপটিটিউড ব্যাটারি টেস্ট নেওয়া হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হলে নিয়োগ। শর্ট সার্ভিস কমিশনে ১৪ বছর পর্যন্ত চাকরি করা যায়, তবে প্রথমে ১০ বছরের জন্য নিয়োগ হবে। পরবর্তী পর্যায়ে নানা দিক বিচার করে মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে। চাকরির শুরুতে দু'বছর প্রোবেশন পিরিয়ডে থাকতে হবে। সবাইকেই প্রথমে সাব লেফটেন্যান্ট অফিসার র‍্যাংকে কেরালার এঝিমালায় ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিংয়ে সফল হলে উইংসসহ নিযুক্ত হবেন। অবজারভারের ক্ষেত্রে সবাইকেই প্রথমে সাব লেফটেন্যান্ট অফিসার র‍্যাংকে ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমির ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিংয়ে সফল হলে উইংসসহ অবজারভার হিসাবে নিয়োগ করা হবে। ২২ সপ্তাহের ট্রেনিং শুরু হবে জুন ২০১৮ থেকে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে ৩১ জুলাই-এর মধ্যে এই ওয়েবসাইটে: www.joinindiannavy.gov.in ওয়েবসাইটের হোম পেজে Apply Online Officer Entry বাটনে ক্লিক করতে হবে। পরে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিলআপ করতে হবে। প্রার্থীর নিজের ই-মেল আইডি ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। ফর্ম ফিলাপ হয়ে গেলে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে। অনলাইনে ফর্ম জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন নম্বর দেওয়া ফর্ম ডাউনলোড করে দু'কপি প্রিন্টআউট নিতে হবে। এককপি ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় সই করে তা ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের সময় জমা করতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে মাধ্যমিক থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিটের প্রতিলিপি। বিস্তারিত আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১৩ জুলাই ২০১৭

সেনাবাহিনিতে অন্য পদে ২৬ নিয়োগ

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টার্স (কলকাতা) ২৬ জন স্টেনোগ্রাফার, মেসেঞ্জার, গার্ডেনার, বার্বার, কুক, সাফাইওয়ালা ও মজদুর নেবে। ২ বছরের প্রোবেশন।

স্টেনোগ্রাফার গ্রেড-টু: শূন্যপদ ১টি। এই পদে সাধারণ ক্যাটেগরির প্রাক্তন সমরকর্মীরা আবেদনের যোগ্য।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মিনিটে ৮০টি শব্দ শর্টহ্যান্ডে লেখার দক্ষতা থাকতে হবে। এই গতিতে ১০ মিনিট ধরে দেওয়া ডিকটেশন ইংরেজিতে ৫০ মিনিটে বা হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে টাইপ করতে হবে।

মেসেঞ্জার: শূন্যপদ ১১টি। সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৪। গার্ডেনার: শূন্যপদ ২টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১। বার্বার: শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)। কুক: শূন্যপদ ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। সাফাইওয়ালা: শূন্যপদ ৬টি। সাধারণ ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত হবে। মজদুর: শূন্যপদ ৩টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১।

ওপরের সবকটি পদের ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স: সবক্ষেত্রেই ১৪-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: সবক্ষেত্রেই ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে: স্টেনোগ্রাফার পদের ক্ষেত্রে ২,৪০০ টাকা, কুক পদের ক্ষেত্রে ১,৯০০ টাকা। অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে ১,৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, সংশ্লিষ্ট ট্রেডে দক্ষতার পরীক্ষা বা স্কিল টেস্ট এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দৈহিক সক্ষমতা যাচাইয়ের মাধ্যমে। কল লেটার পাঠিয়ে পরীক্ষার তারিখ, স্থান ইত্যাদি জানানো হবে। পরীক্ষা হতে পারে ২ থেকে ৫ দিন ধরে। দূরে বসবাসকারী প্রার্থীদের কয়েকদিন নিজেদের খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দরখাস্ত করতে হবে এ-ফোর মাপের কাগজে নির্দিষ্ট বয়ান টাইপ করে। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে:

১) ২ কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফোটো। এর মধ্যে একটি কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। অন্য কপিটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।

২) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও মার্কশিটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

৭) কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক কর্মীদের ক্ষেত্রে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন: APPLICATION FOR THE POST OF.....।

সাধারণ ডাকে অথবা রেজিস্টার্ড পোস্ট বা স্পিড পোস্ট মারফত ১৪ আগস্টের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Administrative Officer, HQ Eastern Command (Adm.), PIN-908542, C/o. 99 APO.

২০ জন ক্লার্ক ও ডেপুটি ম্যানেজার নিয়োগ

কলকাতা পুরনিগমে কাজের জন্য ডেপুটি ম্যানেজার (সিস্টেম), শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ও গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে কাজের জন্য ২০ জন ছেলেমেয়ে নিয়োগ করা হবে। বিজ্ঞপ্তি নং: 9 of 2017-তে নেওয়া হবে এই পদে:

১) ডেপুটি ম্যানেজার (সিস্টেম): ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক, স্ট্যাটিস্টিক্স, অর্থনীতি বা অপারেশন রিসার্চের বিএসসি কোর্স পাসরা মোট ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে ও কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৬০% নম্বর পেয়ে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে আবেদন করতে পারেন। মোট ৫০% নম্বর পেয়ে কম্পিউটার সায়েন্সের এমএসসি কোর্স পাসরাও আবেদনের যোগ্য। মোট ৫০% নম্বর পেয়ে বিই (কম্পিউটার), বিটেক (আইটি/কম্পিউটার) কোর্স পাসরাও আবেদনের যোগ্য। এমসিএ কোর্স পাসরাও আবেদন করতে পারেন। প্রোগ্রামিংয়ের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে। বেতন: ১৫,০০০-৪২,০০০ টাকা ও গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ ৩টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি বি ক্যাটেগরি ১। চাকরি হবে কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে।

বিজ্ঞপ্তি নং 8 of 2017-এ নেওয়া হবে এইসব পদে:

সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): পলিটেকনিক থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা মোট ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা। মোট শূন্যপদ: ৬টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১।

সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল): পলিটেকনিক থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা মোট ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা। মোট শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)।

কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে যোগ্য। কম্পিউটার সায়েন্সের বিএসসি বা এমএসসি কোর্স পাসরা ও কম্পিউটার এপ্লিকেশনের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাসরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২৬০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ২) সার্ভেয়র: মাধ্যমিক পাসরা সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে যোগ্য। মাধ্যমিক পাসরা ব্যান্ডেলের সার্ভে ইনস্টিটিউট থেকে সিনিয়র সার্ভেয়রশিপ সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে কিংবা আইটিআই থেকে সার্ভে ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩৬০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১।

ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট: মাধ্যমিক পাসরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১।

ক্যাশিয়ার: মাধ্যমিক পাসরা কম্পিউটার এপ্লিকেশনের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)।

ওপরের সব পদের বেলায় চাকরি হবে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে।

বিজ্ঞপ্তি নং 7 of 2017-এ নেওয়া হবে এইসব পদে:

ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট: মোট ৬০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাসরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)।

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক: মোট ৬০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাসরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারের এমএস অফিস, ইন্টারনেট ও কম্পিউটারে বাংলা ও ইংরেজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১। চাকরি হবে গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হিসাব করতে হবে ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে। তফসিলি ও প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। সব পদের বেলায় প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ হবে। কবে, কোথায় পরীক্ষা হবে ও পরীক্ষার সিলেবাস পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে: www.mscwb.org দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে। বিজ্ঞপ্তি নম্বর 9 of 2017 ও 8 of 2017-এর বেলায় ২৮ জুলাই ও 7 of 2017-এর ক্ষেত্রে ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: www.mscwb.org এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফি-বাবদ ২০০ টাকা, তফসিলি/প্রতিবন্ধী হলে ৭০ টাকা অনলাইনে বা অফলাইনে জমা দিতে হবে। অফলাইনে টাকা জমা দিতে হলে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার চালানে জমা দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তি নং 90f 2017 ও 8 0f 2017-এর ক্ষেত্রে টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ জুলাই। 70f 2017-এর বেলায় টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ জুলাই। বিস্তারিত আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

প্রতি মঙ্গলবার ‘উত্তরণ’-এ এখন পড়াশোনা ছাড়াও থাকছে নানান শিক্ষামূলক লেখা, যা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াশোনায় আরও আগ্রহী করে তুলবে।

এইমসে নার্সিং পদে ২৫৭ জন তরুণী নিয়োগ

নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস ‘নার্সিং অফিসার’ পদে ২৫৭ জন তরুণী নিচ্ছে। নার্সিংয়ের বিএসসি বা বিএসসি অনার্স কোর্স পাসরা যোগ্য। রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নার্স বা নার্স অ্যান্ড মিডওয়াইফ হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। অন্তত ৫০ শয্যার কোনও হাসপাতালে ৬ মাসের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা ৫০ শয্যার হাসপাতালে আড়াই বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৪-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলি ও ওবিসিরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ২৫৭ টি। সাধারণ ১৭৪, তফসিলি জাতি ২৬, তফসিলি উপজাতি ১০, ওবিসি ৪৭। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১০ সেপ্টেম্বর। ফল বেরোবে ২০ সেপ্টেম্বর। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন ওয়েবসাইট থেকে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১৪ জুলাই-এর মধ্যে www.aiimsexams.org ওয়েবসাইটে। এজন্য একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এবারে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফি-বাবদ ৫০০ টাকা, তফসিলি হলে ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন ওপরের ওয়েবসাইট থেকে।

এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্মল বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ডিপ্লোমা

প্রতিযোগিতার বাজারে আপনাকে যুদ্ধ করে ময়দানে নামতে হবে। সেইসঙ্গে দরকার আপনার নিজের ব্যবসা শুরু করার আগে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, আইন-কানুন সম্পর্কে জানা, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা এই সবটুকুই। একটি ব্যবসাকে পরিচালনার গুণেই সেটি বড় ব্যবসায় পরিণত হতে পারবে। তবে ব্যবসা করার জন্য কীভাবে আপনি কোমর বেঁধে ময়দানে নামবেন তার জন্য বেশ কিছু প্রশিক্ষণ।

এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্মল বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ডিপ্লোমা কোর্সে পড়তে হয় এইসব বিষয়— এন্ট্রেপ্রেনারশিপ, বিজনেস অপরচুনিটিস, অপারেশন ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, জেনারেল ম্যানেজমেন্ট, ফিনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট। সঙ্গে থাকবে প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি ও বিভিন্ন সংস্থা পরিদর্শন। এই কোর্সের ফি ৯০০০ টাকা।

রাজ্য সরকারে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরে ৫০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার নিয়োগ করা হবে। প্রার্থী বাছাই করবে রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং: ১৭/২০১৭।

শূন্যপদের বিন্যাস: সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি-এ ৬, ওবিসি-বি ৪, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২, খেলোয়াড় ১।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২১ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছাড় পাবেন।

বেতন: ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা। সেইসঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। খেলোয়াড় নিয়োগ করা হবে এই সমস্ত ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে: অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, সুইমিং, টেবিল টেনিস, ভলিবল, টেনিস, ওয়েট লিফটিং, রেসলিং, বক্সিং, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক্স, জুডো, রাইফেল শুটিং, কবাডি, খো খো।

খেলাধুলার যোগ্যতা: আন্তর্জাতিক বা জাতীয় বা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বা জাতীয় আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় জেনারেল স্টাডিজ ও অঙ্ক বিষয়ে অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। সময় দেড় ঘণ্টা। এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর মেধাতালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর। কলকাতা ছাড়াও পরীক্ষাকেন্দ্র থাকবে বর্ধমান, মেদিনীপুর, মালদহ এবং শিলিগুড়িতে। ফাইনাল পরীক্ষায় তিনটি পত্রে পরীক্ষা হবে। প্রথম পত্রে থাকবে ইংরেজি, দ্বিতীয় পত্রে বাংলা বা মাতৃভাষা এবং তৃতীয় পত্রে জেনারেল স্টাডিজ ও অঙ্ক। প্রতিটি পত্রের জন্য বরাদ্দ মোট নম্বর ১৫০। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের ক্ষেত্রে সময়সীমা দেড় ঘণ্টা করে এবং তৃতীয় পত্রের ক্ষেত্রে সময়সীমা আড়াই ঘণ্টা। প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপটিভ ধরনের। জেনারেল স্টাডিজ ও অঙ্কের প্রশ্ন হবে মাধ্যমিক স্তরের এবং ইংরেজি ও বাংলায় প্রশ্ন হবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের। ফাইনাল পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা। সবশেষে থাকবে ১০০ নম্বরের পার্সোনালিটি টেস্ট। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.pscw-bonline.gov.in. অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই। প্রার্থীকে প্রথমে ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো ও সই আপলোড করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের পর ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। যারা আগে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাঁরা পুরনো ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের সাহায্যেই অনলাইন দরখাস্ত করতে পারবেন। ফি-বাবদ দিতে হবে ১৬০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইন এবং অফলাইন দু'মাধ্যমেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের সাহায্যে ফি জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৫ টাকা দিতে হবে। অন্যথায় চালানের মাধ্যমে নগদে ফি জমা দিতে পারেন ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। সেক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ২০ টাকা দিতে হবে। চালানের প্রিন্টআউট ওপরের ওয়েবসাইটেই পাওয়া যাবে।

অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ জুলাই। তবে চালানের প্রিন্টআউট নেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ জুলাই। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন www.pscwb.org.in ওয়েবসাইট।

১২৭ ওয়াচম্যান নিয়োগ করবে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া

১২৭ জন ওয়াচম্যান নেবে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে কেরালার বিভিন্ন ডিপো ও অফিসে। পরীক্ষাকেন্দ্র কেরালায়। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং: FCI-KER/01/2017.

শূন্যপদের বিন্যাস: সাধারণ ৭৯, তফসিলি জাতি ১৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩৪। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ অস্থি ও শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য এবং ৩১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ক্লাস এইট পাস।

বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বিধবা, ডিভোর্সি ও আইনত বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলারা পুনরায় বিবাহ না করে থাকলে নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ৮,১০০-১৮,০৭০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতা যাচাইয়ের পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় কোয়ান্টেটিভ অ্যাপটিটিউড, রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও জেনারেল ইংলিশ বিষয়ে মোট ১২০ নম্বরের অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। সময়সীমা ২ ঘণ্টা। প্রশ্নপত্র ইংরেজি, হিন্দি ও মালায়লম ভাষায় হবে। কোনও নেগেটিভ মার্কিং নেই। কেরালার ১৪টি শহরে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে সাড়ে ৫ মিনিটে ১০০০ মিটার দৌড় (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫ মিনিটে ৮০০ মিটার), ৪ মিটার লং জাম্প (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩ মিটার) ও ১.৩৫ মিটার হাইজাম্প (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১ মিটার)। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.fciregionaljobs.com অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সাদা কাগজে কালো বা নীল কালিতে করা সই আপলোড করতে হবে। ফি-বাবদ দিতে হবে ২৫০ টাকা। ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা এসবিআই ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া ই-চালানের মাধ্যমে নগদে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় ফি জমা দিতে পারেন। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না। ফি-এ ছাড়ের জন্য উপযুক্ত নথিপত্র এবং মহিলা প্রার্থীদের সচিত্র পরিচয়পত্র, যথা— স্কুল সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা পাসপোর্ট স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

যথাযথভাবে অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এরপর রেজিস্টার্ড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখতে হবে,পরে প্রয়োজন হবে। আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

আয়ুর্বেদিক ফার্মাসির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি

আয়ুর্বেদিক ফার্মাসির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয় অ্যান্ড হসপিটাল। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। এই কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি নম্বর: DAY/467/2017.

আসনসংখ্যা: ৩০টি। নিয়মানুসারে তফসিলি এবং ওবিসিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির সঙ্গে বায়োলজি ও ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে।

বয়স: ৩০-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৬ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলি প্রার্থীরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। আবেদনের ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.wbhealth.gov.in

১৯ জুলাইয়ের মধ্যে পূরণ করা দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Superintendent & Ex-Officio Professor, Vishwanath Ayurved Mahavidyalaya & Hospital, 94, Grey Street, Kolkata-700005.

থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোস্ট-ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি

থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোস্ট-ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে দুর্গাপুরের ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। এটি কেন্দ্রের শক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। কোর্সের মেয়াদ ৫২ সপ্তাহ। কোর্স শুরু হবে আগস্টে।

আসন সংখ্যা: ৭২টি। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ আসন স্পনসর্ড প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা। বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। কোর্স ফি: থাকার খরচ সহ ২,২৪,০১৮ টাকা। মহিলাদের ক্ষেত্রে ২৩০০১৮ টাকা। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নিতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.nptidurgapur.com দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে। ফি-বাবদ দিতে হবে যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ৫৭৫ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফটটি 'NPTI,ER'-এর অনুকূলে 'Durgapur, West Bengal'-এ প্রদেয় হতে হবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন: ১) ২ কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফোটো। এর মধ্যে একটি কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। অন্য কপিটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন। ২) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও মার্কশিটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। ৩) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। ৪) তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। ৫) মূল ডিমান্ড ড্রাফট। ৬) প্রার্থী এর আগে কোনও প্রতিষ্ঠানে বিই বা বিটেক পড়েননি বা পড়ছেন না— এই মর্মে ১০ টাকা মূল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে সই করে তা দুজন সাক্ষী দ্বারা প্রতিস্বাক্ষরিত করা একটি আন্ডারটেকিং।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দরখাস্ত ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Head of Institute, National Power Training Institute (Eastern Region), NPTI Complex, City Centre, Durga-pur-713216। বিস্তারিত আরও তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ট্যাক্সেশনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা

বর্তমান যুগে নিজেকে যুগোপযোগি করে তুলতে অনেক কোর্স চালু হয়েছে। এর ফলে কেরিয়ারমুখীরা তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী কোর্স বেছে নিতে পারছেন। কোর্স করে ও নিজের ইচ্ছেকে হাতিয়ার করে তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হচ্ছেন। যেমন ট্যাক্সেশনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা।

ট্যাক্সেশন-সংক্রান্ত পেশায় আসার আগ্রহ থাকলে আয়কর, বিক্রয়কর, যুক্তমূল্য কর (ভ্যাট) আদায় পদ্ধতি এবং আইনের খুঁটিনাটি পাশাপাশি কম্পিউটার জানাটাও এখন বাধ্যতামূলক।

ট্যাক্সেশনের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে পড়ানো হয় আয়কর, বিক্রয়কর, যুক্তমূল্য কর (ভ্যাট), পরিষেবা কর আদায় পদ্ধতি ছাড়াও জুলাই থেকে সারা ভারত জুড়ে চালু হতে চলা গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (জিএসটি) বিষয়ে। এছাড়া হিসাবরক্ষকের কাজে কম্পিউটার ব্যবহার অপরিহার্য। একে প্রচলিত ভাষায় বলে কম্পিউটারিইজড অ্যাকাউন্টিং।

কারা এই কোর্স করতে পারেন: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ম্যানেজমেন্ট, ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম এবং ট্যাক্সেশনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পড়তে পারেন। ট্যাক্সেশনের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য আইনের স্নাতক, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা কস্ট অ্যান্ড ওয়াকর্স অ্যাকাউন্ট্যান্টরাও আবেদনের যোগ্য। এন্টেপ্রেনারশিপ ডেভেলমেন্ট অ্যান্ড স্মল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা কোর্সটি পড়তে যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক। ব্যাচেলর প্রিপারেটরি (বিপিপি) কোর্স পাসরাও এই কোর্সটি পড়তে পারেন।

ভর্তি প্রক্রিয়া: নগদ ২০০ টাকার বিনিময়ে প্রোসপেক্টাস সহ আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে প্রতিষ্ঠান থেকেই। আবেদনের সঙ্গে দিতে হবে প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের তিন কপি ফোটো, বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বপ্রত্যায়িত নকল এবং আধার কার্ডের স্বপ্রত্যায়িত নকল। যোগাযোগের ঠিকানা: এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, প্লট আইবি-১৯৪ (কলম্বিয়া-এশিয়া হাসপাতালের পাশে) সেক্টর-থ্রি, সল্টলেক, কলকাতা-১০৬। ফোন: ২৩৩৫-৭৬৮১/ ৭২৫৮, ই-মেল: edikolkata.bncci@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.edikolkata.org

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ জুলাই ২০১৭

কেরিয়ার তথ্য

কী, কোথায়, কখন

● ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসি আয়োজিত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস এগজামিনেশন'-এর দুটি পর্যায়ে পরীক্ষা হয়— প্রিলিমিনারি ও মেইন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন হয় জেনারেল স্টাডিজ ও এরিথমেটিক বিষয়ে। মেইন পরীক্ষায় কনভেনশনাল টাইপ প্রশ্ন হয়। এই পরীক্ষায় দুটি ভাগ থাকে— (১) আবশ্যিক বিষয় (২) ঐচ্ছিক বিষয়। আবশ্যিক বিষয়ে পরীক্ষায় প্রথমপত্রে থাকে ইংরেজি এসে, প্রেসি ও কম্পোজিশন। দ্বিতীয়পত্রে থাকে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনা, সারসংক্ষেপ ও কম্পোজিশন। তৃতীয়পত্রে জেনারেল স্টাডিজ বিষয়ক প্রশ্ন হয়। প্রতি পত্রের নম্বর ১০০। ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত বিষয়ের তালিকা থেকে দুটি বিষয় বেছে নিতে হয়। প্রতিটি বিষয় ২০০ নম্বরের। সবশেষে পার্সোনালিটি টেস্ট। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে ২০০ নম্বরের এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের। ওয়েবসাইট: www.pscwb.org.in

● কমন ল অ্যাডমিশন টেস্ট বা 'ক্ল্যাট' একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় সফল হলে ভারতের প্রথম সারির বেশ কিছু আইনশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর। তফসিলি প্রার্থীরা নম্বরের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। অন্যান্য প্রার্থীদের বয়স হতে হবে ২০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ২২ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করতে পারেন। 'ক্ল্যাট'-এ ২০০ নম্বরের জন্য ২০০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে ২ ঘন্টার মধ্যে। পরীক্ষায় থাকবে ৪০ নম্বরের ইংরেজি (কম্প্রিহেনশনসহ), জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ৫০ নম্বর, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স ২০ নম্বর, লিগ্যাল অ্যাপটিটিউড ৫০ নম্বর এবং লজিক্যাল রিজনিং বিষয়ে ৪০ নম্বর। এই পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর করে কাটা যাবে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে সারা ভারতের ১৬টি জাতীয় ল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া যায়। ওয়েবসাইট: www.clat.ac.in

● এইট পাস যোগ্যতার চারটি স্বল্পমেয়াদি কোর্সে প্রতি বছর ট্রেনিং দিয়ে থাকে, তারাতলায় ইনিস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট ক্যাটারিং টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। কোনও কোর্স ফি লাগবে না। কোর্সগুলি হল: ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস (মেয়াদ ৬ সপ্তাহ), হাউসকিপিং ইউলিটিলিটি (মেয়াদ ৬ সপ্তাহ), ফুড প্রোডাকশন-কুকারি (মেয়াদ ৮ সপ্তাহ) এবং বেকারি (মেয়াদ ৮ সপ্তাহ)। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। কোর্স চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.ihmkolkata.org

● শিপিং কর্পোরেশনে ট্রেনিং ইলেকট্রিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫ শতাংশ (তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর সহ ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিই বা বিটেক বা ডিপ্লোমা। সঙ্গে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং দ্বারা অনুমোদিত চার মাসের মেয়াদের ইলেকট্রো টেকনো অফিসার সার্টিফিকেট, ইন্ডিয়ান কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি ট্রেনিং ফর সিফেয়ারার্স উইথ ডেজিগনেটেড সিকিউরিটি ডিউটিজ (এ সটি এস ডি এস ডি), স্ট্যান্ডার্ডস অব ট্রেনিং সার্টিফিকেশন অ্যান্ড ওয়াচকিপিং মডিউলার ২০১০ এবং হাই-ভোল্টেজ কোর্স করে থাকতে হবে।

উপরোক্ত কোর্সগুলি করা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন, সেক্ষেত্রে ট্রেনিংয়ে যোগ দেওয়ার আগে ছয় মাসের মধ্যে নিজস্ব খরচে উপরোক্ত কোর্সগুলি করে নিতে হবে। খুঁটিনাটি জানতে www.shipindia.com ওয়েবসাইট দেখুন।

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

'মানসিক চাপ' মোকাবিলা করুন সহজ উপায়ে

দৈনন্দিন জীবনে কাজের পথে আমরা নানারকম সমস্যার মুখোমুখি হই। যা আমাদের জীবনে সমস্যা তৈরি করে। আর এই সমস্ত কিছু থেকে কী করে মুক্ত হব সেই সব ব্যাপারে নানা ধরনের চিন্তা করতেই আমরা অজান্তে মানসিক চাপ তৈরি করি। মানসিক চাপ থেকে নিজেকে উত্তরণের জন্যে কিন্তু আমরা নিজেরাই উদ্যোগী হলে এই সব নিত্যদিনের সমস্যা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারি। আর তার জন্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ, আন্তরিকতাই যথেষ্ট। আমাদের জানা দরকার কীভাবে আমরা এইগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি।

অহেতুক প্রত্যাশা থেকে বিরত থাকা: আমরা অনেক সময় আমাদের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করে ফেলি। তবে আমাদের কিন্তু লক্ষ্য আর প্রত্যাশা একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। প্রত্যাশা বুঝতে হলে সর্বপ্রথমে আমাদের বুঝতে হবে আমরা কী পারি আর কী পারি না। যেমন আমি আমার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাব এটা ঠিক। কিন্তু আমার কোনও বন্ধু, যার সঙ্গে হয়তো আমি একসঙ্গে ছোটবেলায় স্কুলে পড়েছি। সে হয়তো আজ আমার থেকে অনেক ভালো চাকরি করছে। কিন্তু তাকে দেখে কখনওই অহেতুক মানসিক চাপ নেওয়া ঠিক হবে না যে, ও কেন চাকরি পেল আর আমি কেন সাধারণ মানের চাকরি করি। খতিয়ে দেখলে হয়তো দেখা যাবে তার নিশ্চয় এমন কোনও গুণ আছে, যার দৌলতে সে ওই চাকরি পেয়েছে। কিন্তু আপনাকে মনে রাখা দরকার আপনিও আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পেয়েছেন। এই চাকরি পাওয়ার পিছনে আপনার পরিশ্রম আছে। যা কখনওই হেলাফেলা করার বিষয় নয়। তাই অহেতুক নিজের মনে মানসিক চাপের জন্ম দেওয়া ঠিক নয়।

সঠিক সময় সঠিক কাজ করুন: অনেকেই রুটিন তৈরি করে কাজ করতে পছন্দ করেন। কিন্তু জীবনটা পুরোপুরি রুটিন মেনে চালানোও সম্ভব নয়। আর সব কাজ নিখুঁত করাও সম্ভব নয়। তাই সময়গুলোকে নিজের মতো করে ব্যবহার করুন। সারারাত কাজ করে দিনের অনেকটা সময় ঘুমানো বা অনেক বেলায় ঘুম থেকে ওঠেন। এটা কোনও কাজের কথা না। যদিও এই কাজটা অনেকেই নির্জনতায় কাজ করার জন্যেই করে থাকেন। তবে আমাদের সচেতন থাকতে হবে যেন শরীর তার প্রয়োজনীয় বিশ্রাম পায়। তবেই আপনি সুস্থ, সবল থাকতে পারবেন।

সমস্যাকে মোকাবিলা করুন: সমস্যাকে দূরে সরিয়ে না রেখে মোকাবিলা করতে শেখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অনেক সময়ই কাজের চাপ বেড়ে গেলে আমরা কিছু কাজ পরে করব ভেবে দূরে সরিয়ে রাখি। এতে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতি করা হয়। কেননা সেই কাজটা কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করে শেষ করতে না পারলে তা আমাদের মাঝে বোঝা হয়ে হতাশার সৃষ্টি করে। কাজেই প্রয়োজনীয় কাজটি করতে যতই খারাপ লাগুক না কেন, কষ্ট করে হলেও সময়ের মধ্যেই করে ফেলা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ধরুন আপনি যাদের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করেন, গল্প করে মজা পান শুধু তাঁদেরকেই ফোন করে গল্প করেন। কিন্তু অনেকদিন ফোন করা হয় না এমন কাউকে হঠাৎ করেই আপনার খুব দরকার পরে গেল, তখন তাকে শুধু নিজের দরকারে ফোন করাটা খুব ভালো দেখায় না। যাঁকে ফোন করলেন তাঁরও আপনার ব্যবহার খারাপ লাগতে পারে। আবার ধরুন, আপনার পরিচিত কেউ অসুস্থ। তাঁকে দেখতে যেতে না পারলেও অন্তত ফোন করে খোঁজ নেওয়াটাও আপনার একটা কর্তব্য। তাই কী হবে, কী হবে না এই সমস্ত না ভেবে যখন কোনও সমস্যা আসবে সেটাকে যথাযথভাবে সমাধান করুন।

স্বনির্ভর হন: এটি খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা স্বনির্ভরতা বলতে সাধারণ অর্থনৈতিক নির্ভরতাকেই বুঝি। কিন্তু নিজের চারপাশের কাজগুলোর জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে না থেকে নিজে নিজে করাটাও স্বনির্ভরতা। অনেককেই দেখা যায় শপিংয়ে যাবেন, তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে অন্য কাউকে জোর করেই নিয়ে যাচ্ছেন। মানুষের ওপর বেশি নির্ভর না করাই ভালো। কারণ এতে আত্মবিশ্বাসও ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকে।

কাজের গতি: কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট রাখা উচিত। যে কাজটি যে সময়ে শেষ করা উচিত সেই কাজটা শেষ করতে আমরা অনেক সময় গরিমসি করি। এর ফলে আমরা পিছিয়ে পড়ি। তাই কাজ সব সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা উচিত। না হলে এর থেকে জন্ম নেবে মানসিক চাপ।

পারিবারের সঙ্গে সময় কাটান: কাজের চাপে অস্থির হয়ে আমরা নিজেদের কাছের মানুষগুলোর প্রতিও নজর দিতে ভুলে যাই। কিন্তু কাছের মানুষগুলোর সঙ্গে ভালো করে সময় না কাটালে আপনার মধ্যেও যেমন একটা অস্বস্তি তৈরি, তেমনই আপনার পরিবারের মানুষগুলো কষ্ট পাবে। কেননা কাছের সেই মানুষগুলোই আপনার সুখ, সমৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক। কাজেই তাঁদের প্রতি মনোযোগ দেওয়াটা, সুন্দর সময় কাটানোর চেষ্টা করা এবং তা বাস্তবে কাজে লাগানো নিজেকে ভালো রাখর জন্য প্রয়োজন।

নজর রাখুন: অনেকেই অনেক কথা বলছে। তাও বলব অন্যের কথা মন দিয়ে শোনা উচিত। দেখুন অন্যে কী করছে। তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। দেখবেন অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারবেন।

চাহিদার অযৌক্তিকতা: আপনার হয়তো কোনও কিছু কিনতে ইচ্ছে করছে বা একটা নতুন ডিগ্রি অর্জন করতে ইচ্ছে করছে বা কোনও একটা দেশ ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তা কতটা সময়োপযোগী বা তা কতটুকু আপনার জন্যে এই মুহূর্তে কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিজের কাছেই জিজ্ঞেস করুন। এতে সেই ডিগ্রি নিতে না পারার বা সেই দেশটাতে ভ্রমণ করতে না পারার বা সেই মূল্যবান দ্রব্যটি কিনতে না পারার হতাশা এবং কষ্টটা দূর হয়ে যাবে। সব কিছু চাইলেই পেতে হবে— এই ধরনের মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে। আপনি যতটুকু পাওয়ার উপযুক্ত ঠিক ততটুকু আপনি পাবেন এবং তা নিয়েই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

রঞ্জন মৌলিক

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর),
বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● বর্তমানে ফ্যাশন জুয়েলারির যুগ। বাজারের চাহিদার কথা ভেবে জুয়েলারি তৈরি করে বিক্রি করতে চাই। এর জন্য আমাকে আইনগতভাবে কীভাবে এগোতে হবে জানালে ভালো হয়। *(মুনমুন চক্রবর্তী, সোনারপুর)*

সংস্থার নাম ব্যবহার করে আপনার তৈরি পণ্য বিক্রি করতে চাইলে ট্রেড লাইসেন্স করিয়ে বিপণনের কাজ শুরু করার পরে কলকাতা জেলা শিল্পকেন্দ্রে নাম নথিভুক্তি করিয়ে রাখতে পারেন। এই কাজটি বাধ্যতামূলক নয়। তবে জেলা শিল্পকেন্দ্রের নাম নথিভুক্ত করা থাকলে রাজ্য বা জাতীয়স্তরের হস্তশিল্প মেলাগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। হস্তশিল্পী হিসাবে পরিচয়পত্র পাওয়ার সুযোগও আছে। কলকাতা জেলা শিল্পকেন্দ্রের ঠিকানা: ১১ এ–বি, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৬৯। ফোন: ২২৪৮-৬৩৪৩

● আমি ব্যবসা করতে আগ্রহী। তবে এমন ব্যবসা করতে চাই যেখানে কম্পিউটারের একটি বড় ভূমিকা থাকবে। তবে ব্যবসার সাধারণ নিয়মকানুন জানতে চাই। সেই কারণে ব্যবসা সংক্রান্ত একটি কোর্স করতে আগ্রহী। *(তন্ময় দাস, ব্যারাকপুর)*

বিজ্ঞান, কারিগরির ছাত্র-ছাত্রীদের নিখরচায় ব্যবসার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ প্রকল্প রয়েছে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬ সপ্তাহ। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্প অনুসারে প্রশিক্ষণ দেয় এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট। শীঘ্রই পরবর্তী প্রশিক্ষণ আয়োজিত হবে। তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, আই বি-১৯৪, সেক্টর-থ্রি, সল্টলেক, কলকাতা-১০৬। ফোন: ২৩৩৫-৭২৫৮।

● এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আম রপ্তানিতে আগ্রহী। আম রপ্তানির দিকটি কেমন যদি জানান তাহলে উপকৃত হব। *(প্রণবেশ দেব, মালদহ)*

এ-বছর গত দু'মাসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্তত সাড়ে ২৫ মেট্রিক টন আম রপ্তানি হয়েছে বিভিন্ন দেশে। গত বছরের তুলনায় বাংলার আম রপ্তানি এ পর্যন্ত অন্তত ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে একটি বড় অংশের আম রপ্তানি হয়েছে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে। বর্তমানে আম রপ্তানির বাজার বেশ ভালো। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: অ্যাপেডা, ময়ূখ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১। ফোন: (০৩৩) ২৩৩৭-৮৩৬৩।